গল্পকার সোমেন চন্দ

ভবোতষ দত্ত

আজ থেকে প্রায় আটচল্লিশ বছরআগে তণ গল্পকার সোমেন চন্দের মৃত্যু হয়। সোমেনের একটা রাজনৈতিকজীবন ছিল। তাঁর সেই জীবনের কথা বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচিতব্য নয়। তাঁরযে একটা ভবিষ্যদ্‌গর্ভ সাহিত্যিক জীবনছিল, এটাই বিশেষ করে আজ স্মরণ করছি। অবশ্য তাঁর রাজনৈতিক আদর্শতাঁর সাহিত্যিক আদর্শকে প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করেছিল, এপ্রসঙ্গে সে কথাটা আসবেই। যে কয়েকটি গল্প তিনি রেখে গেছেন, তারমধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল, বাংলা সা হিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখতে গেলেসেগুলির কথা মনে না রাখলে চলে না।

সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রেরআবির্ভাবের আগে এবং রবীন্দ্রনাথের ‘গল্পগুচ্ছ’র গল্প লেখারপর বিশ শতকের প্রথম দশকে অনেক গল্পকারই এসেছিলেন -সম্প্রতিপ্রকাশিত ‘কুন্তলীন গল্পশতক’ পড়লে তার আন্দাজপাওয়া যায়। কিন্তু পরে তাঁরা অনেকেই হারিয়ে গেছেন। এমনকী বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসেও তাঁদের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার গল্পসা হিত্যেরপ্রধান ধারায় এঁরা বিশেষকিছুই যোগ করতে পারেননি। আমরা গল্পগুচ্ছের পরপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং ত ারপর শরৎচন্দ্রকেই বিশেষ ভাবেজানি। ‘ভারতী’তে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক ছিলেন যেমনসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্য ায়, চাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি - তাঁদের নামইতিহাসে থেকে গিয়েছে। তাঁরা বাংলা ছোট গল্পের একটি ধারা রচন াকরেছিলেন বলে। ‘কল্লোলে’র সময় থেকেই বাস্তবতার ধর্মকে কষ্টিপাথর করে ছোটগল্পের নতুন প্রকৃতি দেখা গেল। জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরগল্প সেই সময় থেকেই নতুন পর্বের সূচনা করে। বাংলা সাহিত্যে তাঁরাশুধু উল্লিখিতব্য নন, বাংলা সাহিত্যে তাঁরা প্রধান লেখকদের অন্যতম।

এঁদের প্রথম আর্বিভাবের কিছু পরে সোমেন চন্দেরউপস্থিতি। স্বভাবতই আদর্শ হিসাবে তিনি তাঁদের সামনে পেয়েছিলেন।সেই সঙ্গে ছিলেন শরৎচন্দ্রের মতো কথাসাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথসবারই আদর্শ কিন্তু সেই সময় রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস গল্প লিখেছিলেন, তাদেরপরিবেশ ভাষা এবং বক্তব্য অনুসরণ করে লেখা সকলের পক্ষে সম্ভব ছিল না।ধূর্জটিপ্রস াদ বা অন্নদাশঙ্করের গল্প অভিজাত ইনটেলেকচুয়ালসমাজের গল্প - সোমেন চন্দের মতো সাধারণ সমাজের স্তরের ম ানুষতাঁদের অনুসরণ করতে পারেন না - মানসিকতায় মিলত না। জগদীশ গুপ্ত,শরৎচন্দ্রের উপন্যাস গল্পের পরিবেশ সে ামেন চন্দের মতো লেখকের কাছে সহজগ্রহণযোগ্য এই পরিবেশ ও সমাজের কাহিনী বাঙালি জীবনের অর্থনৈতিক ও জৈববাস্তবচেতনা থেকেই গড়ে ওঠা। এই বাস্তবতার ছবি প্রথমবিশেষ ভাবে পাওয়া গেল ‘কল্লোলে’র লেখকদের মধ্যে। সে ামেন চন্দেরজন্ম এই মধ্যবিত্ত সমাজে। তাই তাঁর গল্প এই সমাজের অভিজ্ঞতারই রূপ।‘অন্ধ শ্রীবিলাসের অনেকদিনের একদিন’ গল্পটির বাস্তব বর্ণনা মনে করিয়ে দেয় জগদীশ গুপ্তেরগল্প আবার ‘রাত্রিশেষ’ গল্পটি পড়লে শরৎচন্দ্রেরশ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের বৈষ্ণব আখড়ার ছবি মনে পড়ে। এই সুরেইবাঁধা তখনকার দিনের তারাশঙ্কর, সরোজ রায়চৌধুরীর কাহিনী। আজবিশ শতকের শেষ দিকের গল্প লেখার রীতি প্রকৃতি একটু অন্যরকম।কিন্তু সোমেন চন্দের অল্পপরিসর কালের সা হিত্য সৃষ্টির মধ্যে যে নতুনটেকনিকের ইঙ্গিত ছিল, সেটা বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অবশ্যস্মরণীয়- তাঁর গল্প পর্যালে াচনা করলে এটা স্বীকার করতে হবে।

অভিজ্ঞতার মূল্য ছোট গল্প রচনাপ্রসঙ্গে খুব বেশি। শিল্প অবশ্যইঅভিজ্ঞতার হুবহু প্রতিরূপ নয়। শুধু অভিজ্ঞতার বিবরণ থাকলে সেটাইতিহাসের অঙ্গ হতে পারে, শিল্পের নয়। শিল্পগুণান্বিত হতে গেলে নিয়েআসতে হয় ইঙ্গিত, যা পাঠকের

কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে দেয়। যেটুকু পড়া গেল তার থেকে অকথিত ছবি অনুক্ত ভাবনাকে সৃষ্টি করে দেবার ক্ষমতাথাকা চাই গল্পের। এই অকথিত বক্তব্যেই গল্পের সার্থকতা।'কল্লোলে'র যুগে বাস্তব বর্ণনা আগের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। সেই বাস্তব বর্ণনা থেকেইআমরা মানব চরিত্রের অন্তর্লোকের ছবি, মনস্তত্ত্বের জটিলঅস্তিত্ত্বের সন্ধান পাই। এই নিরিখেই সোমেনের বাস্তবাশ্রিতগল্পগুলির সার্থকতা।;

অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণকরা অথবা গল্পে রূপ দেওয়ার পক্ষে সোমেনের বয়স কতটুকুই বাছিল। 'সোমেন চন্দের সুনির্বাচিত গল্পে'র ভূমিকায় সম্পাদককিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত বলেছেন, তাঁর সাহিত্যজীবন মাত্র পাঁচ বছরের ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২। অর্থাৎ, সতোরো থেকে বাইশ বছর বয়সে তাঁর গল্পগুলি লেখা।এই বয়সেই সোমেন আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ন্যারোটিভ প্রোজ' রচনার পরিপক্কতা। সম্পাদককিরণশঙ্কর গল্পের প্রকাশ তারিখ দিতে পারেননি। তাই কোন্‌গল্পটি আগের কোন্‌টি পরের আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। তবেরচনার স্টাইল এবং বর্ণনাভঙ্গির পূর্বাপরতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়।সোমেনের কোনো কোনো গল্পে রোমানটিকতার আভাস আছে - এগুলিপ্রথম দিকের হওয়াই সম্ভব। কোনো গল্পের স্টাইলে নির্লিপ্ত, ঋজুভঙ্গি দেখে মনে হয় এগুলি পরিণততর মানসিকতার ফল। 'রাত্রিশেষ'গল্পটি একটি বৈষ্ণবী আখড়ার গল্প। এর মধ্যে একটি মৃদু প্রেমের স্নিগ্ধ কাহিনী পাঠকচিত্তের অনির্দেশ্য অনুভূতিকে ভারাতুরকরে - এ অনেকটা শরৎচন্দ্রের গল্পেরই মতো। শরৎচন্দ্রের গল্পেবৈষ্ণবী প্রেমের নিচচার গভীরতার সঙ্গেই এর তুলনা চলে। সেই সঙ্গেভাষার ভাবময়তা ঃ

'রাত্রি একটু বাড়িলে পর কীর্তনআরম্ভ হইল। রতন গান গায় না ঠিকই। সে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, ইতিমধ্যে চিত্তও কখন আসিয়া এক কোণে নীরবেবসিয়াছে। রাগ করিতে সে পারে না। রতন তাহাকে লক্ষ্য করিল কিন্তুডাকিয়া কিছু বলিতে পারিল না। সেদিনে ব্যাপারটা মনে করিয়া আজ তাহারসত্যি দুঃখ হইতেছে।

সময়ের কাঁটার চলার বিরাম নাই।উৎসবরত মানুষেরও সেদিকে খেয়াল নাই।

বাহিরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। আলোরস্পর্শে বিবশ পৃথিবী। গাছপালা সব যেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এদিকে রাত্রি বাড়িয়াচলে। কাহারও চোখে ঘুম নাই আজ। রতন তেমনি বসিয়া আছে, চোখ দুটি যেনকী এক নেশায় নিবিড়।

তখন রাত্রির শেষ প্রহর। লোকএখন আগের মত নাই। রতনের চোখের নিবিড়তা আরো গভীর হইয়াছে, বুকভরিয়া নিশ্বাস উঠিতেছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ও ঘর সে ঘরঘুরিয়া যাহাকে খুঁজিতেছিল তাহাকে পাইল না। ললিতা নাই। রতনতাড়াতাড়ি অঙিনায় আসিয়া দেখিল চিত্তও নাই।'

উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘই দিলাম ভাষাররোমান্টিক গুণটি বোঝাবার জন্য এভাষা সরল ছোট ছোট শব্দের বাক্য নিয়ে তৈরি। এই ভাবগাঢ় বর্ণনার ত্রিয়াপদগুলি একটা অনির্দেশ্যঅস্পষ্ট বেদনার সঙ্কেত বহন করছে। এমন বর্ণনা শরৎচন্দ্রকেই মনে করিয়েদেয়। এই নীরব ভালোবাসার কাহিনীতে ঘটনার উদ্দামতা নেই, আবেগেরতীব্রতা নেই, চলনে ব্যস্ততা নেই। তাই এর ভাষা এমন আড়ম্বরহীন সরল সুরে ধবনিত।

এই গল্পে সমাজ লেখকের বক্তব্যকেন্দ্রনয়। সমাজ নিয়ে কোন অস্বস্তিকর জিজ্ঞাসা এতে নেই। এর বৈষ্ণবী সমাজের নায়ক ও নায়িকার নিভৃত হৃদয়দ্বন্দ্বই এর মূল কেন্দ্র। গানের সুরে তাদের ভালোবাসা রূপ পায় যেমন পদাবলীতেরাধার বেদনাকে ফুটিয়ে তোলেন গানের সুরে। সামান্য একটু ঈর্ষারভূমিকা আছে, তাতে ভালোবাসার রসই উচছলিত হয়।

এমন গল্প যিনি লিখেছেন, তিনিইলিখেছেন ' অন্ধশ্রীবিলাসের অনেক দিনের একদিন' এ যেন ঠিক গল্প নয়,এতে ঘটনার কোনো বিশিষ্টতা এবং তার পরিণতি নেই। এ যেন একটাস্কেচ। যাকে নিয়ে গল্প,সে একটি টাইপ চরিত্র, একটি দরিদ্র সংসারের অন্ধমানুষ। সংসারের আলো তার চোখে নেই। এই ব্যাপারটাকে ভাবালুতায়পর্যবসিত না করে দৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন লেখক। শ্রীবিলাস অন্ধ হলেও তারমনে জৈব জীবনের সব কামনা উদ্ধত হয়ে আছে। মানুষকে সোমেন এত একটি কঠিনবাস্তব প্রত্যয় নিয়ে দেখেছেন। দরিদ্র সংসারের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা যেমন আছে, এতে, তেমনি এতেপ্রকাশ পেয়েছে কঠোর বাস্তব সত্যকে ধরবার চেষ্টা। এইরিয়ালিজ্‌ম ছিল জগদীশ গুপ্তের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য জগদীশ গুপ্তেরপ্রতিভার পরিণতি আমরা সোমেনের মধ্যে আশা করতে পারি না। শ্রীবিলাসচরিত্রসৃষ্টি হিসাবে সজীব হলেও টাইপ। গল্পটি ছবিই হয়ে গেছে, ঘটনাগতপরিণতিতে পৌঁছয় নি। গল্পের নাম থেকেই বোঝা যায় নির্মমবাস্তবের স্কেচ আঁকাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল।

এই দুটি গল্পে সোমেন তাঁরপূর্ববর্তী গল্পধারার সঙ্গে যোগের প্রমাণ রেখে গেছেন। এ দুয়ের মধ্যেইতাঁর প্রতিভার নিশ্চিত পরিচয় থাকলেও পরবর্তী গল্পবৈশিষ্ট্যের সূত্র তখনও তেমন পাওয়া যায় না। 'অকল্পিত'নামের গল্পটিতে অভিজাত সমাজের তথাকথিত 'কালচার'-প্রীতির একটা ব্যঙ্গ চিত্র আছে। তেমনি 'মহাপ্রয়াণ' নামেগল্পটিতে শোকসভা অবলম্বন করে আন্তরিকতাহীন ভাবেরপ্রকাশকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এই দুটি গল্প যে গল্প হিসাবেউচচাঙ্গের তা বলা যাবে না, তবে মনে রাখতে হবে তিরিশের দশকের কথা।কালচার বিলাস আভিজাত্যের অঙ্গ। 'মেহগনির মঞ্চ জুড়ি পঞ্চ হাজারগ্রন্থ' সাজিয়ে রাখার মতো চিত্রকলার আলোচনা তখনও শৌখিনতা মাত্র। আজ সংগীত ও চিত্রকলার অনুশীলন নেহাৎঅভিজাত সমাজের চর্চা নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ বিষয়ে আগ্রহ ছড়িয়ে পড়েছে।তবু এই গল্পের প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিশেষ করে দুটি গল্পেইসহৃদয়তার এমন একটি ইঙ্গিত লেখক দিয়েছেন যাতে গল্প দুটির শিল্পমূল্যঅনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। দুটি গল্পেই সোমেনের ক্রিটিক্যাল মন কাজ করছে।লেখার স্টাইলের পরিবর্তনও লক্ষ্মণীয়। এতে আছে একটু ব্যঙ্গের ঝাঁজ।'রাত্রিশেষে'র গদ্য স্টাইল ছিল ভিন্ন। সে সময়ের ভাবাতুরতাএই গল্পের অন্তর্হিত। মানুষের হৃদয়লীলা নির্ভর সংবেদনাময় গল্পলেখার ঝোঁক চলে যাচ্ছে। এখন হৃদয়চিত্র আঁকার চেয়ে সমাজজিজ্ঞাসাই বড়ো হয়েউঠেছে। সমাজের মানুষগুলির চরিত্রগত বিচিত্রতা দেখিয়ে কী হবে যদিপরিবেশ পরিমন্ডলের সংঘাতগুলি দেখানো না যায়। ব্যক্তি তো সমাজেরই সৃষ্টি যদিও পূর্ব যুগের বিশ্বাসছিল ব্যক্তিই সমাজ সৃষ্টি করে। সমাজ অবশ্য ধনবিভাজন ব্যবস্থার দ্বারানিয়ন্ত্রিত হয় সুতরাং এই সমাজ ও জীবনকে বিশ্লেষণ করে সচেতন প্রশ্ন তুলে ধরাই কথাসাহিত্যের কাজ। তারাশঙ্কর, বনফুল, বিভূতিভূষণের যুগ ছেড়ে পরবর্তীপর্যায়ের গল্পের এই চরিত্র।

সোমেনচন্দের সময়টি ছিল পর্বান্তরণের সময়। এর লক্ষণ পাওয়া যাবে সেসময়ের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে। কবি সমর সেন সোমেনের চেয়ে বয়সে বড়ো।সোমেনের চেয়ে ছয় বছরের ছোট সুকান্ত ভট্টাচার্য। কিন্তু দুজনেরলেখাতেই পর্বান্তরণের চিহ্ন স্পষ্ট। সামাজজিজ্ঞাসা প্রখর। সোমেনযখন গল্প লিখছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন তখনও। সমালোচকেরাবিভূতিভূষণের লেখার মধ্যে সমাজ সম্পর্কে সংশয়ের কিছু লক্ষণ খুঁজেপাবেন, কিন্তু সোমেনের গল্পে সেই সংশয় আলাদা একটা রূপ নিয়েছেরাজনীতির প্রভাবে। রাজনীতির চর্চা যাঁরা করেন, তাঁরাসমাজজিজ্ঞাসার চালিত হয়েই করেন। রাজনৈতিক কোনো বিশিষ্ট সত্যকে অনুসরণ করতে বাধ্য হনসমাজ-কল্যাণের প্রেরণাতেই। যিনি মূলতস্রষ্টা শিল্পী, তিনি সেইরাজনৈতিক বিশ্বাসেরই রূপ রচনা করবেন। সোমেন যে মূলত প্রকৃতিতেশিল্পী তার প্রমাণ অন্য শ্রেণীর গল্পেই আছে। তিনি তাঁররাজনীতিনির্ভর সমাজজিজ্ঞাসাকে গল্পে রূপ দিলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রপ্রাক্কাল।

দেশে গান্ধীরনেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে। বাংলা গল্প উপন্যাসেও এই আন্দোলনেরপ্রভাব পড়েছে। এ আন্দোলন ধনী দরিদ্র শ্রমিক কৃষক সকলেরই। তখন থেকেক্রমে ক্রমে ধনী এবং শ্রমিক কৃষকদের মধ্যে অর্থনৈতিক ভেদ সম্বন্ধেসচেতনতা দেখা দিয়েছে এবং সেখান থেকেই নতুন দ্বন্দ্বএবং সংগ্রামের ইতিহাস তৈরি হতে থাকল। এ ভাবে সমাজের বাস্তবকে দেখারভঙ্গিটা নতুন। তাই একে বলা হয় প্রগতিশীল ভাবধারা। সোমেনের গল্পেএই চিন্তা এসে পড়ল।

বাংলারগ্রামীণ সমাজের কথাই এতকাল ছোটগল্পের বিষয় ছিল। শহুরে সম্পন্ন জীবনের কথাও এসেছে প্রভাতকুমারেরগল্পে, তারপর এল দরিদ্র মধ্যবিত্ত জীবনের কথা। সবর্ত্রই জীবনেরপ্রেমবেদনা সুখদুঃখের উপাদানেই শাশ্বত মানবচরিত্রের কল্পনা লেখকদের অধিকার করে ছিল।এবার মানুষের চিরন্তন রূপকথাটিকে এঁকে তোলার সেই লক্ষ্য বদলে গিয়ে নতুন সমাজবোধ প্রকাশপেল সোমেনের গল্পে, 'সংকেত' তার একটি। 'সংকেত'নামটি সার্থক ইঙ্গিতবহ। ধনী-শ্রমিকের সংগ্রাম দিয়ে যে নতনু যুগ আসছে, তারসংকেত সোমেন দিয়েছেন এই গল্পে। মানুষের শাশ্বত হৃদয়চিত্র দেখানো এরপ্রধান লক্ষ্য নয়, যে মানুষ ভালোবাসে, স্বপ্ন দেখেক্ষুধাপীড়িত হয়ে সে কলকারখানায় কাজ করতে যায়। কৃষিজীবনের মধ্যেযন্ত্রজীবনের ক্রমপ্রবেশ নতুন সমস্যার সৃষ্টি করে তুলছে তাই নিয়ে এইগল্প। কলকারখানায় কাজ করবার জন্য গ্রামের মানুষ চলে আসছে, তাদেরপুরনো জীবন ভাঙছে। নতুন জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কলকারখানায় মালিকের দ্বারা।নতুন সমাজচেতনায় নতুন রাজনীতির জন্ম নতুন সাহিত্যেরও জন্ম।'সংকেত' গল্পের মধ্যে রহমানের করাখানায় কাজ করতে যাওয়ারআগে তার নববিবাহিতা বধূর কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার ঘটনায় মূল কাহিনীরপটভূমিরূপে স্থাপিত হওয়ায় ট্রাজেডি আরোও প্রখর হয়েছে। এগল্পের শেষ হয়েছে সমাধানহীন শূন্যতা দিয়ে, তাতেই ও গল্পের আর্ট।সমালোচকদের একটা কথা বোধহয় মানতেই হয় - বক্তব্য যাই থাক,রূপসৃষ্টির দ্বারাই সাহিত্য পাঠকমনে দাগ কাটে, নিছক বক্তব্য দিয়ে নয়।

'একটিরাত' গল্পতেও সোমেনের স্পর্শকাতর মনের পরিচয় স্পষ্ট। এইগল্পে উগ্রতা নেই। ঘটনাধারা শান্ত। রাজনৈতিক কর্মী সুকুমার এবংতার মাকে নিয়ে এই গল্পের মধ্যে লেখকের বক্তব্যটি ফুটেছে সামান্য তুলিরআঁচড়ের টানে। সেই সঙ্গে অ াছে সুকুমারের প্রতি বীণার নিঃশব্দঅনুরাগের ইঙ্গিত। এই অনুরাগ প্রকাশের মাধ্যম একটা কুকুর।সমস্তটা মিলে সৃষ্টি হয়েছে রসস্নিগ্ধ কাহিনী। মা এবং বীণা উভয়েউভয়ের বড় কাছাকাছি এসে গেল সুকুমারের গ্রেপ্তারে। সোমেনের গল্পরচন ার আর্ট সার্থক হয়েছে এই গল্পে। আইডিয়া যখন বড় হয়ে ওঠে, রূপসৃষ্টির প্রয়াস তখন কখনো কখনো গৌণ হয়ে যায়। তার দৃষ্টান্ত 'বনস্পতি'গল্পটি। দু'শ বছরের বৃদ্ধ বনস্পতিকে সাক্ষী করে একটি অঞ্চলেরসমাজের পরিবর্তন দেখাতে চেয়েছেন লেখক। কিন্তু এই দু'শ বছরের বিভিন্নপর্যায়ের কয়েকটি বিভিন্ন স্কেচই থেকে গেছে গল্পটি। বিষয়টি আসলেএকট া মহাকাব্য বা বৃহৎকায় উপন্যাসেরই উপযুক্ত।

সোমেন যখনলিখছেন, তখন ফ্রয়েড এবং মার্কস বাঙালি লেখকদের কাছে বেশ পরিচিত।ফ্রয়েডের প্রভাব 'কল্লোলে'র সময় থেকেই বাঙালি লেখকদেরউপর এসে পড়েছে। মার্কসের চিন্তা এবং রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনীওআমাদের লেখকদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছে। সাম্যবাদী ভাবধারায় তিনি হলেন উদ্বুদ্ধ।সে পরিচয় তো তাঁর গল্পে আছেই। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, সোমেনেরসাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে 'কল্লোলে'র ধারার অবসানের পর।'কল্লোলে'র যৌনবাস্তবতা তখন অনেকট া ম্লান হয়ে এসেছে। এইযৌনবাস্তবতার মূলে ছিল ফ্রয়েডের তত্ত্ব। সোমেনের গল্পে এই বস্তুটাতেমনভাবে কোথাও নেই। কিন্তু ফ্রয়েডের অবচেতন মনের তত্ত্ব থেকে রচিততাঁর 'স্বপ্ন' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে অদ্ভুতমনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের পরিসর ছোট,কিন্তু এর সংহতি বা বাঁধুনিটি উপসংহারকে অনিবার্য করে তুলেছে। ম ানুষের মনে সংস্কার তেমন করে বাসা বাঁধা এবংস্বপ্নের স্মৃতি হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে তারই একটি কণগল্প 'স্বপ্ন'।

আজকালআমরা জানি ছোটগল্পের টেকনিক একটাই নয়। বস্তুত এক সময়ে এরনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ছিল। জীবনের কোনে াএকটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার পরিণতি দেখানো ভালো ছোটগল্পের কাজ। এতে ঘটনার জটিলতা থাকবে না। তবেকখনো কখনো ঘটনাকে একটি নাটকীয় অবস্থায় পৌছিয়ে দিয়ে সমাপ্তিটেনে পাঠককে ভাবতে দেওয়া ছোটগল্পের অন্যতমপ্রকৃতি। গল্প কখনো মোঁপাসার গল্পের মতো নাটকীয়, কখনো শেকভ-রবীন্দ্রনাথেরগল্পের মতো লিরিক্যাল। দু-রকম গল্পেই একটি মূল কাহিনীধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যায়। সে যতই স্বল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ থাক। ছোটগল্পেরআর একটা টেকনিক দেখা গেছে, তাতে ঘটনা গেছে কমে। এই রীতি উপন্যাসেওএসেছে। পাঠকের মনোযোগকে ধরে রাখে লেখকের অনুভবজাত(ইমপ্রেশন) বিবরণ যাকে বলে মনের চেতনধারা। ছোটগল্পেএই রীতির প্রয়োগ সম্ভবত প্রথম করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু তাঁর'তুলসীগন্ধ' গল্পে। অবশ্য এ রীতি তাঁর উপন্যাসে ছিলই।

সোমেনচন্দের বিখ্যাত 'ইঁদুর' গল্পটিতে এই তৃতীয় রীতিরঅন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই দীর্ঘ গল্পটিতে একটা ইঁদুরেরউৎপাতকে নিয়ে যেসব আর্ত সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনা এবং স্মৃতির ছবি আঁকাহয়েছে তাতে চেতনাধারা রীতির আভাসই পাওয়া য ায়। অনেকগুলি দিনেরবিভিন্ন বিবরণ জুড়ে জুড়ে এইগল্প; তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। আপাতদৃষ্টিতে কোনোযোগ নেই। ইঁদুরের প্রসঙ্গটা মাঝে মাঝে ফিরে আসে মাত্র। এ গল্পে ইঁদুরেরউপস্থিতিটা খেই ধরিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন। অ াসলে বারবারইঁদুরপ্রসঙ্গ থেকে বর্ণনা ভ্রষ্ট হয়ে নতুন প্রসঙ্গের আলোচনায়চলে আসে। এরই মধ্যে দিয়ে সামান্য একটি ইঁদুর দারিদ্র সংসারের চরিত্ররূপফুটিয়ে তোলে। এইসব স্মৃতিচিত্র বা বিবরণের স্বতন্ত্রভাবে নিজের নিজেরকোনো মূল্য নেই। তবু একটি সাধারণ পরিবারের নানা সময়ের ছবি পাঠকেরমনে শুধু কৌতুহল নয়, কণার উদ্রেক করে-- সেটাই গল্পের রস। নানামানুষের নানা চরিত্র ফুটে ওঠে- তাদের মধ্যে দারিদ্রের হতাশা,স্বপ্নের ব্যর্থতা, নির্ভার হাসি, আবার ক ামনার জৈবতা, সন্তানেরজন্য মায়ের কান্না, এমনি আরও সব টুকরো টুকরো ছবি। এত প্লটেরধারাবাহিক কার্যকারণ সূত্র নেই। একটি ইঁদুরকে উপলক্ষ করেইসবগুলি ছবি এসে গেছে। এর নায়ক নেই, ক্লাইম্যাকস নেই, কোনো কাহিনীনেই। গল্প শেষ হল নেহাৎই আকস্মিকভাবে। গল্প শেষ হল একটি বিচ্ছিন্নউক্তি দিয়ে-'ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ইঁদুর ধরাপড়েছে।'

এইগল্পটি এককালে খুব নাম করেছিল। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিতইংরেজি সংকলনে এর অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন অশোক মিত্র। এ-গল্পেরবিশেষত্ব কোথায়? এর টেকনিক নতুন তো বটেই। কিন্তু এ শুধু টেকনিকেরপরীক্ষা নয়। সাধারণ বাঙালি সংসারের দৈনন্দিন জীবনের পর্যবেক্ষণ থেকেচরিত্র এবং তাদের আচরণ লেখায় ধরা পড়েছে তার

কৌতূকপূর্ণ বর্ণনাচমৎকার। লেখকের সংসব আত্মগোপনতা উচচাঙ্গশিল্পীর লক্ষণ।
এই গল্পেরআর্ট ভবিষ্যৎ বাংলা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট শিল্পরীতির পূর্বসূচনা।কবিতার মতো বাংলা ছোটগল্প নিয়ে নানা পরীক্ষা হয়েছে, সোমেনচন্দের এই গল্পটি তার ইঙ্গিত নিয়ে এসেছিল।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com